আপীলের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে কী করতে হবে

- আপীলের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে বা আপীল কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত না দিলে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে হবে।
- তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের সময় তথ্যের জন্য আবেদনসংক্রান্ত সব কাগজপত্রের কপি জমা দিতে হবে।
- তথ্য কমিশন ৪৫ দিনের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে। তবে প্রয়োজনে অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে অনধিক ৭৫ দিন সময় নিতে পারবে।
- তথ্য কমিশন তথ্য প্রদানের আদেশসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে আইন লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা এবং প্রয়োজনে বিভাগীয় শাস্তির সুপারিশ করতে পারে।

তথ্যের মূল্য পরিশোধ

কাঙ্ক্ষিত তথ্য পেতে আপনাকে নির্ধারিত মূল পরিশোধ করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্যের মূল্য জানানোর ৫ কর্মদিবসের মধ্যে সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে নির্ধারিত চালান কোডে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। (চালান কোড নম্বর: ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭)

তথ্যের মূল্য

- প্রতি পাতা ফটোকপির জন্য ২ টাকা
- ডিস্ক, সিডি, ইত্যাদিতে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে- ডিস্ক, সিডি সরবরাহ করলে বিনামূল্যে অথবা ডিস্ক, সিডির প্রকৃত মূল্য
- বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে নির্ধারিত মূল্য

তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত আবেদন প্রক্রিয়া

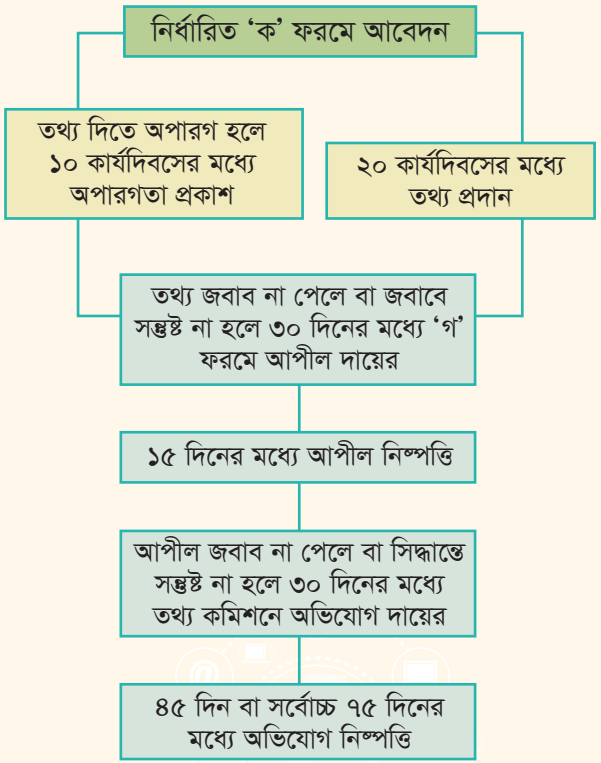

Federal Ministry for Economic Cooperation and Development
DASCOH Strengthening Systems for Development
NETZ বাংলাদেশ

তথ্য সুযোগ নয়, অধিকার

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

তথ্য অধিকার আইন কী ও কেন?

জনগণের তথ্য অধিকারের সুরক্ষা ও বাস্তবায়নের জন্য ২০০৯ সালে একটি সুনির্দিষ্ট আইন তৈরি করা হয়েছে। এ আইনকে বলা হয় 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'।

জনগণের ক্ষমতায়ন, কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' প্রণীত হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য কী?

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য বলতে বোঝায় কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত যেকোনো প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, নকশা, তালিকা, মানচিত্র, চুক্তি, উপাত্ত, লগবহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র প্রকল্প প্রস্তাব, ফটো, অডিও, ভিডিও, হাতে আঁকা ছবি, ফিল্ম, যেকোনো ইলেক্ট্রনিক ফাইল ও দলিল ইত্যাদি।

জনগণের সকল তথ্য জানার অধিকার রয়েছে। তথ্য অধিকার আইন অনুসারে কোনো নাগরিকের আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য। সকল সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি সাহায্যপুষ্ট এনজিও এই আইনে কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে।

তথ্যের জন্য আবেদন

- আপনি কোনো তথ্য চান তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'র কাছে নির্ধারিত 'ক' ফরমে তথ্য চেয়ে লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে।
- নির্ধারিত ফরম সহজলভ্য না হলে নির্ধারিত ফরমেটে সাদা কাগজে তথ্য চেয়ে আবেদন করতে পারবেন।
- কর্তৃপক্ষের সকল ইউনিটে আবেদন গ্রহণ ও তথ্য প্রদান সংক্রান্ত কাজের জন্য একজন 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' থাকবেন।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আপনার আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকার করবেন, তথ্য প্রদান করবেন বা প্রদানে অপারগ হলে লিখিতভাবে অপারগতা প্রকাশ করবেন।

যেসব তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয়

দেশ ও জনগণের স্বার্থেই দেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব; আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ক্ষুণ্নকরণ; বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার; আইনের প্রয়োগ; অপরাধ বৃদ্ধি; জনগণের নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু বিচারকার্য ব্যাহতকরণ; ব্যক্তিগত গোপনীয়তা; আদালতের নিষেধাজ্ঞা; আদালত অবমাননা; তদন্তকাজে বিঘ্ন; জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানি; মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি সম্পর্কিত কতিপয় তথ্য প্রদানকে বাধ্যবাধকতার বাইরে রাখা হয়েছে।

কতদিনে ও কীভাবে তথ্য পাবেন

- আবেদনের ২০ কার্যদিবসের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য দেবেন।
- তথ্যের সঙ্গে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষ যুক্ত থাকলে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করবেন।
- অনুরোধকৃত তথ্য কোনো ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেফতার এবং কারাগার থেকে মুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত হলে অনুরোধের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এ সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করবেন।
- প্রদত্ত তথ্যের প্রত্যেক পৃষ্টায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'-এর অধীনে তথ্য সরবরাহ করা হইয়াছে' বলে লিখে সেখানে তার নাম, পদবি, দাপ্তরিক সীল দিবেন।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য দিতে অপারগ হলে ১০ কর্মদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে অপারগতার কথা জানাবেন ও তার কারণ উল্লেখ করবেন।

তথ্য না পেলে কী করতে হবে

- আবেদন করার পর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য না পেলে ৩০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত 'গ' ফরমে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল করতে হবে এবং প্রাপ্তি স্বীকারপত্র চেয়ে নিতে হবে।
- আপীল করার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষ আপীলের ফলাফল জানাবেন